জার্মানি

হাঁসের ঘরে রাক্ষুসী মাছ

ডোনাল্ড ডাক, মিকি মাউসের যুগ শেষ হয়েছে। এখন আসছে নিমোরা কার্টুন সাম্রাজ্যে দখলদার হিসেবে

'টেবিল ল্যাম্প'- অধিকাংশ মানুষের কাছে জিনিসটি খুবই সাধারণ, শ্রীহীন একটা লাঠির মাথায় একটা বাল্ব। কোনোটার মাথার উপর একটা ছাতা অথবা ঢাকনা। অধিকাংশই কোনো অর্থবহন করে না বরং সৌন্দর্য বর্ধনের বিপরীত কিছু বহন করে। কিন্তু প্রযোজক পরিচালক John Lasseter-এর টেবিল ল্যাম্পটির একটা বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র আছে। Lasseter তার ল্যাম্পটিকে শিরোনামের নায়ক বানিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি দর্শকদের মন জয় করেছে। সালটা ছিল ১৯৮৬। মাত্র ৯০ সেকেন্ডের ফিল্ম 'Luxo Jr.' এই ডেব্যুকর্মটি ছিল Pixar নামের কার্টুন ফিল্মের বিজ্ঞাপনের মতো। আজ সেই Pixar Animation Studio-এর মূল্য শেয়ার বাজারে ৩.৮ বিলিয়ন ডলার। প্রায় ৭০০ কর্মী দিয়ে তারা বিশ্বের সবচেয়ে সফল ফিল্মগুলো প্রস্তুত করছে যা এযাবৎকালের ক্ষমতাধর Walt Disney concern-এর অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। আলোচনার মধ্যে আসে এমনসব বক্তিদের তালিকায় ৪৬ বছর বয়স্ক John Lasseter-এর নাম ১৫ তে- Mel Gibson এবং Jim carrey-র মাঝখানে। তার টেবিল ল্যাম্পটিকে দেখা যায় Pixar নির্মিত প্রতিটি ফিল্মের শুরুতে। কম্পিউটার থেকে বের হয়ে এসে টেবিল ল্যাম্পটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে পর্দার উপর লাফাতে লাফাতে Pixar শব্দের 'I'-এর মাথার ওপর হাতুড়ির মতো ঘা মেরে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে সেখানে নিজে জায়গা করে নেয়। তারপর দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বাল্বটি জ্বেলে দেয়। হাসি হাসি ভাবখানা এমন যে, দর্শকবৃন্দ দেখ আমি এখানে জ্বলি।

সম্প্রতি আবার মিলিয়ন মিলিয়ন দর্শকদের টেবিল ল্যাম্পটিকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে সিনেমার পর্দায়। Pixar-এর নতুন ফিল্ম find Nemo আমেরিকায় ৩৪০ মিলিয়ন ডলার আয় করার পর ইউরোপের দর্শকদের মন জয় করতে এসেছে। find Nemo এযাবৎকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়েছে। ২০০৩-এর সর্বাধিক আলোচিত ফিল্ম Matrix Reloader অথবা Curse of karibik এদেরকেও পিছে ফেলে দিয়েছে Find Nemo। এমনকি এযাবৎকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় Disney-র Animation Film The king of lionকেও ছাড়িয়ে গিয়ে Hollywood-এ ক্ষমতার ভারসাম্যকে পাল্টে দিয়েছে।

Find Nemo ব্যতিক্রমধর্মী একটা গল্প। মা হারা এক সন্তানকে পিতা একাই লালন-পালন করতে থাকে। সন্তানের জন্মের অল্পদিন আগে মাকে হাঙ্গরে খেয়ে ফেলে। স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিনটিতে Nemo অপহৃত হয়। তার বাবা Marlin পাগলের মতো খুঁজতে থাকে তাকে। Dorie নামের কম স্মৃতিশক্তির এক মহিলা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। মহিলার স্মৃতিশক্তি কম হলে কি হবে, তার আছে সাঁতার কাটার জন্যে সুন্দর দুটি পাখা। হ্যাঁ, সাঁতার কাটার পাখা। এর অর্থ হচ্ছে ফিল্মের কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে পানির নিচে। Nemo, Marlin, Dorie এরা সবাই মাছ। তাদের বন্ধুরা হচ্ছে কচ্ছপ, তারামাছ, পেলিকেন পাখি। শুধু Nemo-র অপহরণকারী হচ্ছে একজন মানুষ, শৌখিন ডুবুরী। অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানকারী এই ডুবুরি সাগর থেকে ধরে Nemo-কে তার এক্যুরিয়ামে অন্যান্য মাছের সঙ্গে রেখে দেয়। Nemo-কে মুক্ত করার প্রচেষ্টাই ফিল্মের মূল কাহিনী। এই মনুষ্য গোত্রের একদল কর্মী পানি, পানিতে জন্মানো গাছপালা, আলো সবকিছু কম্পিউটার থেকে বের করে ৩-ডায়মেনশনের মাধ্যমে বড় পর্দার ওপর জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। Pixar-এর ফিল্মগুলো এতই জীবন্ত যে তার কাছে Disney-র কার্টুন ফিল্মগুলো খুবই মলিন মনে হয়। কয়েক দশক ধরে Disney-র কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাদের মিকি মাউস অথবা ডোনাল্ড ডাক বছরের পর বছর দর্শকদের মন

পিক্সার নির্মিত ছবিগুলোর আমেরিকা থেকে আয়- মিলিয়ন ডলার

যুগিয়েছে। তারপর ১৯৩৭ সালে প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য কার্টুন ছবি তুষার ধবল রাজকন্যা ও সাতবামন ফিল্মের ইতিহাসে বিপ্লব নিয়ে আসে। এই সাফল্যের ধারায় Bambi, Dumbo, Jungle Book এসব ফিল্ম দিয়ে Disney দর্শকদের মন জয় করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের তহবিলও ভারী করতে থাকে। ১৯৯৪ সালে Disney প্রস্তুত করে King of lion। এই ফিল্ম দিয়ে তারা নিজেদেরই সাফল্যের রেকর্ড ভঙ্গ করে। King of lion সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলার আয় করে। Disney-র এই সাফল্যের পেছনে যে ব্যক্তিটির নাম জড়িত তিনি হচ্ছেন Michael Eisner. Los Angeles-এর Burbank-এ কেন্দ্রীয় অফিসটিতে তিনিই হচ্ছেন রাজাদের রাজা- যেমন Duck hause-এ Uncle Dagobert. কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই Disney-র সমৃদ্ধ রাজ্য ভাঙতে শুরু করে। ডিজনি প্রেসিডেন্ট Frankwells ১৯৯৪ সালে এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যায়। তার উত্তরসূরি নির্বাচনের ঝগড়ায় 'সিংহ পিতা' ফিল্ম ডিপার্টমেন্টের বস্ Jeffrey Katzenberg ডিজনি ত্যাগ করে Steven Spielberg-এর সঙ্গে Dream work নামে নতুন স্টুডিও তৈরি করে। সেখানে সে যেমন Shrek নামের হিট ছবি করেছে তেমনি Sinbad নামের ফ্লপ ছবিও করেছে। Eisner সে সময় Disney-র ভাঙন রক্ষা করার জন্যে তরুণ প্রতিভাধর একদল শিল্পীকে কাজে লাগাতে পেরেছিল। আশির দশকের শুরুতে ডিজনিতে আঁকাআঁকির কাজ করতো এমন এক ব্যক্তি John Lasseter অন্য কয়েকজনের সঙ্গে মিলে San Francisco-র কাছে গড়ে তুলেছিল Pixar Team, Eisner চুক্তিবদ্ধ হয় এদের সঙ্গে। চুক্তি হলো, Pixar সরবরাহ করবে দর্শকের মনযোগান কম্পিউটার কার্টুন ফিল্ম আর ডিজনি ব্যবস্থা করবে বাজারজাতকরণের। তারপর আয়-ব্যয় হবে ভাগাভাগি। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৫ সালে শিশুদের খেলার সামগ্রী নিয়ে কাহিনী লিখে সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারে ডায়মেনশন-৩ পদ্ধতিতে Pixar-Disney-Cooperation-এর প্রথম ফিল্ম Toy story নির্মিত হয়। যতটুকু আশা করা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি সাফল্য বয়ে আনে ফিল্মটি। Lasseter জিতে নেয় একটা অস্কার আর Eisner গুনতে থাকে ডলার। Toy story সারা বিশ্ব থেকে আয় করে ৩৫৪ মিলিয়ন ডলার। যদিও এই পরিমাণ Kind of lion-এর অর্ধেক তবুও প্রথম ফিল্ম হিসেবে বড় সাফল্য। এই সাফল্য সম্ভব হয়েছিল তার কারণ Pixar-এ শুধু সেরা কম্পিউটার টেকনিশিয়ানরাই কাজ করে না বরং উচ্চমানের গল্প বা কাহিনী লিখতে পারে এমন লোকও সেখানে

ডিজনী- চেফ ইজনার ও বেয়ার ব্রাদার

আছে। তারা ডিজনির থেকে ভিন্ন। ডিজনির মতো তারা পুরনো রূপকথার কাহিনীগুলো নিয়ে ফিল্ম করে না বরং নতুন জীবনধর্মী কাহিনী ও চরিত্র দিয়ে কৌতুকের মাধ্যমে মর্মস্পর্শী করে বড় পর্দায় ফেলে দর্শকদের মনের খোরাক যোগাতে চেষ্টা করে। ২০০১ সালে Pixar সরবরাহ করে Monster ing. ছোট ছোট কামরায় আটকানো শিশুদের ভয় দেখানোই হচ্ছে নিয়োগকৃত Monster-দের দৈনন্দিন কাজ। ভয়ার্ত শিশুদের চিৎকার ধ্বনি থেকে শক্তি উৎপাদন করে কাজে লাগানোই Monster ing. বসের পরিকল্পনা। কাহিনী খুবই সাধারণ কিন্তু দীপ্তিমান। আর এজন্যেই হঠাৎ করে দেখা যায় সিনেমা হলগুলোতে দর্শক সংখ্যা বেড়ে গেছে। শুধু বাচ্চারাই নয়, বয়স্করাও হাজির হয় শিশু ফিল্ম দেখতে।

লাসেটার (বামে) ও সহকর্মীরা

আধুনিক Animation film-এর যান্ত্রিক শব্দটির কেন্দ্র হচ্ছে Berkeley-এর নিকটবর্তী Emeryville-র এক শিল্প এলাকায়। সেখানে নয়টা ফুটবল মাঠের মতো বড় জমিতে দাঁড়িয়ে আছে একটা ত্রিতল ভবন। ভবনটির চারদিকে আছে Amphitheater, একটা সুইমিংপুল, পার্কের মতো ফসলের ক্ষেত এবং খেলাধুলার জায়গা। প্রতিদিন এখানে ৭০০ মানুষ কাজে আসে এবং ঘরে ফেরে। সপ্তাহে একদিন, অধিকাংশ সময়ে শুক্রবার আসে Steve jobs এখানে। ৪৮ বছর বয়স্ক জবস মূলত Apple Computer-এর প্রেসিডেন্ট। Pixar তার দ্বিতীয় ফার্ম। এই ফার্মের ৫৫ শতাংশ শেয়ার তার নিজের। Apple থেকে জবস যা আয় করতে পারেনি Pixar-এর ৫৫ শতাংশ শেয়ার থেকে সে অনেক বেশি আয় করেছে। সে এখন বিলিয়নার।

কর্ম জগতের দরজাটা হয়তো বিরাট কিন্তু Pixar কর্মীরা যেন মরূদ্যানের মধ্যে থেকে কাজ করে। একজন কর্মী খুশি মতো মেঝের উপরে স্কেটবোর্ডে চলাফেরা করতে পারে। কর্মীদের জন্য আছে বিলিয়ার্ড খেলার বোর্ড, সাউনা, আধুনিকতম ফিটনেস রুম, যোগ ব্যায়াম অথবা চীনা হরফ লেখার কোর্স, ক্যান্টিনের মধ্যে আছে পিজা বানানের ওভেন, সেমিনার রুমে আছে সোফা। প্রতিটি Animation শিল্পীর তার নিজের অফিস রুমে নিজস্ব জগৎ গড়ে তোলার

স্বাধীনতা আছে। একটা অফিস হয়তো পুতুলে ভরা শো-রুমের মতো, অন্যটা মহাকাশযানের মতো। তৃতীয়টা হয়তো বনের ধারে সারিবদ্ধ ভবনের মতো। একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো মিল নেই। সব কিছুর সমন্বয়ে আধুনিক অর্থনীতির প্রবল একটা স্রোত যেন বের হচ্ছে এখান থেকে। স্বয়ং কার্ল মার্কস্ যদি এই অফিসগুলো দেখতেন তাহলে Das kapital না লিখে তিনি হয়তো অন্য কোন বই লিখতেন। Pixar-এর এই সাফল্যের দুটো গোপন চাবিকাঠি আছে- বলেছে Lasseter-এর সহকর্মী Andrew Stanton যে Nemo ফিল্মের কাহিনী লেখা ও পরিচালনায় সহযোগী ছিল। প্রথমত, ফিল্মের কাহিনী হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর দ্বিতীয়ত, হলিউড এবং সেখানকার বইগুলো থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। এই চিন্তা-ভাবনার ধারাতেই Nemo হচ্ছে Pixar-এর নির্মিত টানা পঞ্চম হিট ফিল্ম। Pixar যে সময়ে ক্রমান্বয়ে পাঁচটা হিট ফিল্ম নির্মাণ করে সে সময়ে Disney কর্মীরা একটা ফিল্মের জন্যে ছবি এঁকে তাদের কালি শুকাতে পারে না। তাছাড়া তাদের কৌতুকের এই ধারা দর্শকের মন থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। তাদের শেষ ছবি Bear Brother সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। নির্মাণ খরচ পড়েছে ৯০ মিলিয়ন ডলার। স্বয়ং New York Times সমালোচনা করেছে এভাবে যে ফিল্মটিতে মাত্রাতিরিক্ত ডোজে কৌতুক ব্যবহার করা হয়েছে এবং চরিত্রগুলোর চেহারা ডিজনির অন্যান্য ফিল্মের রিসাইকেল কপি। ইতিপূর্বে ডিজনির ফিল্ম Treasure Planet এবং Atlantis দু'টিই ছিল ফ্লপ। দুটি ফিল্মই তাদের তহবিল সংকুচিত করেছে। ২০০২ সালে ১.২৪ বিলিয়ন ডলার আয় কম হয়েছে ডিজনির যা ১৯৯৭-এর তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কম। এখন ডিজনিও চায় কম্পিউটার থেকে ফিল্ম বের করতে। 2-D, ডায়মেনশন দুই এখন মৃত স্বয়ং ডিজনী বস্ Eisner-এর মুখ থেকে একথা বের হয়েছে। তাই এই পদ্ধতিতে কর্মরত শিল্পী ছাঁটাই হচ্ছে ডিজনি থেকে। কেন্দ্রীয় অফিস থেকে এযাবৎ ছাঁটাই হয়েছে ৭০০ কর্মী। Orlando, Paris, Tokiyo এসব জায়গা থেকেও ছাঁটাই করা হয়েছে কর্মীদের। এসব শিল্পী যে টেবিলে বসে কাজ করতো সেগুলো নিলামে বিক্রি হচ্ছে, এক একেকটির মূল্য ১২৯৯ ডলার। ২০০৪ সালে ডায়মেনশন-২ পদ্ধতিতে ডিজনি তাদের সর্বশেষ ফিল্ম করবে Home on the Pange নামে। গান গাইতে পারে এমন একটা গরুর একটা কৃষি খামারের অস্তিত্ব রক্ষার করুণ প্রচেষ্টাই হচ্ছে কাহিনীর মূল। ডিজনির বর্তমান কঠিন সময়ে হাল ধরে রাখার জন্য Eisner-এর হাতে এখনও আছে Pixar কর্মীরা। কিন্তু ২০০৫ সালে এই যৌথ উদ্যোগের চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে Lasseter-কে আরও দুইটি ফিল্ম সরবরাহ করতে হবে ডিজনিকে। তারপর কি হবে এ নিয়ে নেপথ্যে জোর আলোচনা চলছে। আমরা এখন যেকোনো ধরনের চুক্তি পেতে পারি- গর্বিত কণ্ঠে Pixar বস্ Jobs বলেছে। আবার আমরা একাও চালাতে পারি। ডিজনির প্রতিদ্বন্দ্বী Warner, Fox, Columbia এরাও Pixar-এর সঙ্গে একত্রে কাজ করতে যথেষ্ট আগ্রহী। কেননা এখন প্রায় সব স্টুডিওতে Pixar উদ্ভাবিত কম্পিউটার প্রোগ্রাম Render Man ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Terminator-এর রোবটের যুদ্ধ, Harry Potter-এর যাদুর ঝাড়ুতে শূন্যে উড়ে বেড়ান অথবা Matrix-এর সমান্তরাল জগৎ সব জায়গাতেই Render Man আছে। তাছাড়া আজকাল প্রতিটি ফিল্মের নেপথ্য ছবিতে কম্পিউটারের সাহায্য প্রয়োজন। আর এখানেই বাড়তি সুবিধা Fixar কর্মীদের। Eisner ডিজনি কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে ছবি হাতে না এঁকে তাকে কম্পিউটারের মধ্যে ফেলতে। ২০০৭ সালে ৩ ডায়মেনশন পদ্ধতিতে তাদের প্রথম ফিল্ম নির্মিত হবে, গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের রূপকথার কাহিনী Rapunzel Unbraider নিয়ে। কিন্তু Eisner-এর ভাগ্যে এই ফিল্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া সম্ভব হবে কিনা তা অনিশ্চিত। কেননা ২০০৬ সালে তার চাকরির চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

John Lasseter ডিজনির সঙ্গে সমস্যা নিয়ে কিছু বলতে রাজি নয়। তাছাড়া সে এখন নতুন ছবি The Incredibles নিয়ে খুবই ব্যস্ত। ছবিটি নবেম্বরের মধ্যে ডিজনিকে সরবরাহ করতে হবে। শুধু তার বিশ্বাস Nemo-র মতো Animation ফিল্ম এবং Classic ফিল্ম একত্রেই বেড়ে উঠবে এবং সবশেষে দর্শকরাই সিদ্ধান্ত নেবে কোন ফিল্মের গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

Nasir Abdun, Schiller Str-7
63477 Maintal, Germany

বেলজিয়াম

এন্টিবায়োটিক প্রয়োগে সাবধান

সঠিক ওষুধ খেয়ে রোগ সারে কিন্তু ভুল প্রয়োগে জীবনভর ভুগতে হতে পারে। সাবধান!

এক যুগেরও উপরে বেলজিয়ামের প্রবাসী বাঙালি আমি। সম্ভবত দুই অথবা তিনবার ডাক্তার আমাকে এন্টিবায়োটিক Priscriped করেছে। সেটাও ছিল খুবই ভেবেচিন্তে। এই দেশে ডাক্তারের লেখা ছাড়া ফার্মেসি এন্টিবায়োটিক বিক্রি করে না। তাছাড়া প্রতিটি ওষুধের গায়ে ফার্মেসির সিলমোহর অবশ্যই থাকতে হবে। প্রতিটি ডাক্তার রোগীকে লিখিত ওষুধের তালিকা রোগীর নামের সঙ্গে ফাইলে সাজিয়ে রাখে এবং Priscription-এ ডাক্তারের টেলিফোন নাম্বারসহ সিলমোহর থাকে। ফার্মেসি কোনো কারণে ডাক্তারের লেখা বুঝতে অক্ষম হলে প্রয়োজনে টেলিফোনের মাধ্যমে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে সংশোধন করে নেয়। উপরের লেখাগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ডাক্তার এবং ফার্মেসির দায়িত্বহীনতার কারণে এ দেশে কখনো কোনো রোগীকে ভুল ওষুধের কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়নি। গত বছর বাংলাদেশে গিয়ে শুনতে পেলাম আমার ভাগ্নেকে বমির ট্যাবলেট হিসেবে ডায়োনিস জাতীয় ট্যাবলেট খাবারের জন্য দেয়া হয়েছিল। (ডায়োনিল ট্যাবলেট সম্ভবত ডায়াবেটিসের জন্য) যেটা খেয়ে ভাগ্নে পেট ফুলে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। দেশ থেকে টেলিফোন এলেই খারাপ খবর। Heart Attack, কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ঘটনা শহর, গ্রামে সমগ্র বাংলাদেশেই প্রতিনিয়ত ঘটছে। এই অসুখগুলোর মূল কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, দেশের মানুষগুলোর নিজের চিকিৎসা নিজে করার প্রবণতা এবং ফার্মেসিগুলোর এন্টিবায়োটিক বিক্রির দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়া সম্ভবত দায়ী। পরিশেষে বলব, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনই এন্টিবায়োটিক খাবেন না। দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য এন্টিবায়োটিক সেবন করে ভবিষ্যতে হৃদ এবং কিড্নি জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজেকে অন্ধকারে ঠেলে দেবেন না।

গোলাম কবির, Dambrugge Str-22, 2060, Antwerpen, Belgium

ভেনিস/ইটালি

বিনা মূল্যে কাজ শেখা

ইটালিতে যারা কাজ খুঁজছেন তারা সুযোগ নিতে পারেন

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় ইটালিতে দক্ষ শ্রমিকের অভাব মোচনের লক্ষ্যে ভেনিস প্রভিন্সের মিরাস্থ Co-operativa Giuseppe Olivotti গত ১৭ নবেম্বর ০৩ থেকে শুরু করে এক বিশেষ কর্ম প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণে ৪টি দেশের মোট ১২ জন ছাত্র অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তার মধ্যে অধিক সংখ্যক ছিল বাংলাদেশের। ৪০০ ঘন্টার এ প্রশিক্ষণে কম্পিউটার, ইটালির পিজা, রুটি, রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন কাজ, ইটালিয়ান বিভিন্ন আইন ও সিকিউরিটির ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিষয় ভিত্তিক ক্লাস নেন, Lazzaretto Monica, Mario Tommasin, Alberto Cinetto, Paola, Andrea to moreno, Sbrogio Franca ও Claude Lava. প্রশিক্ষণটি ছিল সম্পূর্ণ ফ্রি। বরং ১২ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন সময় বই, খাতা, ব্যাগ, পোশাক প্রয়োজনীয় সবকিছু Olivotti সরবরাহ করে এবং ঘন্টা প্রতি প্রত্যেক ছাত্রকে ৩ ইউরো করে প্রদান করা হয়। গত ৩১ জানুয়ারি এ প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে প্র্যাকটিক্যালের জন্য বিভিন্ন কর্মস্থানে পাঠান হয়। মার্চের মাঝামাঝি সময় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেয়া হবে এবং উত্তীর্ণদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এ সার্টিফিকেটপ্রাপ্তরা ইটালির ডিপ্লোমাধারী শ্রমিক বলে গণ্য হবে। Olivotti প্রতি বছরই বিদেশীদের জন্য এ ধরনের বিভিন্ন ফ্রি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। আগ্রহীরা 0039-041-420223 নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

ভেনিসে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস

ইটালির ভেনিস প্রভিন্সে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস ও অমর একুশে পালিত হয়। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের মূল সূচিতে ছিল শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, এসোসিয়েশনের কমিটির পরিচিতি, একুশের আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মরগেরাস্থ অরোরায় নির্মিত এসোসিয়েশনের অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, যুবদল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও জাতীয় পার্টিসহ ভেনিসের বিভিন্ন সংগঠন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শর্মিলা দাস, তাহেরুল ইসলাম, দীপা, বকুল ও ভেনিস সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। নৃত্যে ছিলেন মিথিলা ও উত্তরা। উপস্থাপনায় ছিলেন Radio Base'র বাংলা সংবাদ পাঠিকা বীথি মমতাজ, নাছির উদ্দীন কিশোর ও মুর্শিদ উদ্দীন আহমদ। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক গাজী আমিরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'রক্তে রঞ্জিত একুশ' শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া ভেনিস থেকে Radio Base 'শিমুল বেলার বাঁশি' শিরোনামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে এবং বোলজান থেকে Radio Vox লেখক, সাংবাদিক শেখ মহিতুর রহমান বাবলুর গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় 'লও সালাম' শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

যেমন খুশি তেমন সাজার মাস ফেব্রুয়ারি

ইউরোপের যে ক'টি জনপ্রিয় উৎসব তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কার্নেভাল। মূলত ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই গোটা ইউরোপে উদ্‌যাপিত হয় কার্নেভাল। যদি কার্নেভালের সরাসরি বাংলা করতে হয় তবে বলা যায়, 'যেমন খুশি তেমন সাজ'। অনেকটা আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ যেমন খুশি তেমন সাজর মতোই। ইউরোপের যে ক'টি শহরে কার্নেভাল উপলক্ষে সর্বাধিক মানুষের সমাগম ঘটে ইটালির জলকন্যা ভেনিস তার মধ্যে অন্যতম। এ বছর কার্নেভাল উপলক্ষে ভেনিসে প্রায় ৭০ হাজারেরও বেশি পর্যটকের সমাগম ঘটে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই ভেনিসের সব হোটেলের সিট বুক হয়ে যাওয়ায় অনেক বিদেশী পর্যটক ও ইটালির অন্যান্য শহরবাসীদের ফিরে যেতে হয়। কার্নেভালে ভেনিসের প্রধান আকর্ষণ বিশেষ ধরনের মুখোশ ও টুপি। এ ছাড়া শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বয়স্করা পর্যন্ত সবাই এক সময় নানা ধরনের পোশাক পরে, চোখ-মুখে রঙবেরঙের আলপনা এঁকে ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকের হাতে থাকে একধরনের কাগজ কুঁচি, জরি ও বিশেষ ধরনের ফোম (শেভিং ফোমের মত)। এগুলোকে এঁকে অন্যের গায়ে মাখিয়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এ বছর মুখোশের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিল মার্কিন বাহিনীর হাতে ধরাপড়া দাড়িওয়ালা সাদ্দাম হোসেনের মুখাবয়ব। এছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ, ইটালির প্রধানমন্ত্রী বেললুসকনিসহ বিশ্বের বিভিন্ন আলোচিত সমালোচিত ব্যক্তি ও প্রাণীর নানা ঢঙের মুখোশ এবং পোশাক পরতে দেখা যায়।

নৃত্য করছেন মিথিলা

শিক্ষক মারিভ ও পাওলার সাথে বাংলাদেশী ছাত্ররা

Palash Rahman, Via-G,Gozzi-3
30172 Mestre (ve) Italy
E-palashrahman@yahoo.com